ফর্ম নং জে (২)

কলকাতার উচ্চ আদালতে

সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার

আপিল পাশ

বর্তমান:

মাননীয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

২০২৩ সালের ডবলু পি এ ১৪১৪৩

অমিত মেটালিক্স লিমিটেড এবং অন্য

বনাম

কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ট্রাইব্যুনাল-কাম-শ্রম আদালত,

আসানসোল এবং অন্য

আবেদনকারীদের জন্য	: শ্রী সুরজিৎ দাশগুপ্ত
	কুমারী তানিষ্কা খান্ডেলওয়াল
	কুমারী সঞ্চারী চক্রবর্তী
উত্তরদাতাদের জন্য	: কুমারী অপর্ণা ব্যানার্জি
শুনেছি	: ২৭.০৯.২০২৩
উপর রায়	: ২২শে ডিসেম্বর, ২০২৩।

মহামান্য বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী, :

১. তাৎক্ষণিক রিট আবেদন দাখিল করা হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, চ্যালেঞ্জ করে ৩০ শে মার্চ, ২০২৩ তারিখের আদেশ, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল সহ শ্রম আদালত, আসানসোল ((এখন থেকে "ট্রাইব্যুনাল" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ইপিএফএ ০১ নম্বরে ২০২৩ সালের সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে আবেদনকারীদের আপিল খারিজ করে।

২ আবেদনকারীরা ইস্পাত টিএমটি বার, ইস্পাত ব্লেড ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রয়ের ব্যবসায় নিযুক্ত। আবেদনকারী নং. ১ কর্মচারীদের ভবিষ্যত তহবিল এবং বিবিধ বিধান আইন, ১৯৫২ এর বিধানের অধীনে আচ্ছাদিত করা হয়েছে (এর পরে এটি '' আইন'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং একটি কোড নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে ডবলু বি /৫১২৬০ ।

৩. ক্ষুব্ধ হচ্ছে , অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে , উক্ত আইনের ধারা ৭ এ এবং ৭ কিউ এর অধীনে করা সংকল্পের সাথে, জুন মাসের জন্য, ২০০৮ থেকে মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত, এই মাননীয় আদালতে একটি রিট আবেদন দায়ের করা হয় যেটি ২০২২ সালের ডবলু পি এ ৫০৮৯ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। এই আদালতের সমন্বয় বেঞ্চ ২৯ শে মার্চ, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে পক্ষের শুনানি করে, আবেদনকারীদের একটি পছন্দ করার স্বাধীনতা দেওয়ার সময় উপযুক্ত ফোরামের সামনে আপিল, এক পাক্ষিকের মধ্যে,

শর্তসাপেক্ষে সাত দিনের দাবি স্থগিত করেছেন আবেদনকারীরা উপরোক্ত সময়ের মধ্যে এই আদালতের বিজ্ঞ জেনারেলের কাছে ১৭,০৪,৫৬০/- টাকা জমা দেবেন, পক্ষের অধিকার এবং বিরোধের প্রতি কোনো পক্ষপাত ছাড়াই, যা ধরে রাখতে হবে প্রস্তাবিত আপিলের কৃতিত্বের জন্য। তা আরও স্পষ্ট করা হল যে পক্ষগুলি তাদের নিজ নিজ বিরোধিতা করার স্বাধীনতায় থাকবে উপযুক্ত ফোরামের সামনে, কে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে,, পক্ষগুলিকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার পরে।

৪. রেকর্ডগুলি প্রকাশ করবে যে আবেদনকারীদের অনুরোধে, ১২শে এপ্রিল, ২০২২ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা এই আদালতের সমন্বয় বেঞ্চ,উল্লিখিত টাকার আমানতের ঘটনা রেকর্ড করেছে ৭ই এপ্রিল, ২০২২ তারিখের ১৭,০৪,৫৬০/-টাকার একটি চালান দ্বারা এবং ২৯ শে মার্চ, ২০২২ তারিখের আদেশের সম্মতি অনুসারে। আবেদনকারী নং. ১ তখন থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ট্রাইব্যুনালের সামনে একটি আপিল পছন্দ করেছিল, কলকাতা যা আপীল নং ই পি এফ -০৬ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল

২০২২. ১৩ই এপ্রিল২০২২-এ এই ধরনের আপিল দায়ের করা হয়েছিল এই আদালতের সমন্বয় বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, যেহেতু, ট্রাইব্যুনালের উল্লিখিত আপিলের আঞ্চলিক এখতিয়ার ছিল না, একই ফেরত দেওয়া হয়েছিল আবেদনকারীদের, উপযুক্ত ফোরামের সামনে একই ফাইল করার জন্য। যেমন ৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের আদেশ থেকে সত্যটি নিশ্চিত হবে।

৫. এটি আবেদনকারীদের মামলা যে ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২২, আবেদনকারীরা আপিলের স্মারকলিপির কপি ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছিল।আবেদনকারীরা বলেছেন যে ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২২,ও একই সঙ্গে আদালতের পুজোর ছুটি শুরু হয়েছে, যেহেতু আবেদনকারীরা কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি ।আদালত পুনরায় খোলার পর, ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে , আপিলের স্মারকলিপির খসড়া তৈরির জন্য যথাযথ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল । যদিও, খসড়াপ্রস্তুত করা ছিল, একইভাবে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন, এবং প্রক্রিয়ায়,খসড়াটিও ভুল ছিল। অবশেষে, আবেদনকারী নং. ১ ফাইল করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ট্রাইব্যুনালের সামনে এই আপিল-সহ –শ্রম আদালত , আসানসোল, শুধুমাত্র ৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে এবংএকই ই পি এফ এ নং ০১/২০২৩ হিসাবে নিবন্ধিত ছিল। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, ৩০শে মার্চ, ২০২৩ তারিখের আদেশ দ্বারা, বিজ্ঞ প্রিসাইডিং অফিসার ট্রাইব্যুনাল, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, যে ট্রাইব্যুনালের ১২০ দিনের বেশি বিলম্ব ক্ষমা করার ক্ষমতা নেই, উল্লিখিত আপিলের সাথে সংযুক্ত আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে খুশি হয়েছে । এতে সংক্ষুব্ধ , হয়ে বর্তমান রিটটি দায়ের করা হয়েছে।

৬. জনাব দাশগুপ্ত, মিসেস খান্ডেওয়ালের সাহায্যে,দাখিল করে যে কর্মচারী ভবিষ্যত তহবিল আপীল ট্রাইব্যুনাল (প্রক্রিয়া) বিধিমালা, ১৯৯৭ (এর পরে "উক্ত বিধি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর বিধানগুলি, কোনোভাবেই, ট্রাইব্যুনালকে ১২০ দিনের বেশি আপিল গ্রহণ করার ক্ষমতা অস্বীকার করুন । উল্লিখিত বিধিগুলির বিধি ৭(২) এর উপর নির্ভর করে এবং এর শর্তাবলী ও , তিনি দাখিল করেন যে ট্রাইব্যুনালকে একটি আপীল গ্রহণ করার সময় বিলম্ব ক্ষমা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ,এই আদালতের সমন্বয় বেঞ্চ, ২৯ শে মার্চ, ২০২২ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা, ট্রাইব্যুনালকে সুনির্দিষ্টভাবে মেধার ভিত্তিতে আপিল শুনানির নির্দেশ দিয়েছেন । এই ক্ষেত্রে আপিল দায়ের করা হয়েছিল ১৩ ই এপ্রিল ২০২২ তারিখে , ১২ ই এপ্রিল ২০২২ তারিখের আদেশের পরের দিন, ২৯ শে মার্চ ২০২২ তারিখের আদেশের সম্মতি রেকর্ডিং করা । দুর্ভাগ্যবশত, থেকে, এটি একটি ফোরামের সামনে দায়ের করা হয়েছিল, যার আঞ্চলিক এখতিয়ার ছিল না, ৮ ই সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের আদেশ দ্বারা এটি ফেরত দেওয়া হয়েছিল. যদিও, ২০ শে সেপ্টেম্বর ২০২২-এ আপিলটি ফেরত দেওয়া হয়েছিল, ১০ ই অক্টোবর ২০২২-এ প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল।

৭. উপযুক্ত ফোরামের আগে এই ধরনের আবেদনের পুনঃ ফাইলিং বিলম্বের কারণে পরিস্থিতি বিলম্বের ক্ষমা প্রার্থনার আবেদনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপরোক্ত সত্ত্বেও, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল, ট্রাইব্যুনালের কোন এখতিয়ার ছিল না বলে উপসংহারে সীমাবদ্ধতার মেয়াদ ১২০ দিনের বেশি বাড়ানো, সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ এর অধীনে আবেদনের পাশাপাশি আপিল উভয়ই প্রত্যাখ্যান করতে পেরে খুশি হয়েছে মিঃ দাশগুপ্ত আছে , যাইহোক , মেসার্স সি.ডি. স্টিল প্রা. লিমিটেড এবং আর এস . বনাম সহকারী ভবিষ্য তহবিল কমিশনারের ক্ষেত্রে প্রদত্ত এই আদালতের একটি সমন্বয় বেঞ্চের একটি অপ্রতিবেদিত রায়ের উপর নির্ভর করে , আঞ্চলিক অফিস এবং ও আর এস, ২০২১-এর ডবলু পি এ ২০৭২১ হিসাবে নিবন্ধিত, দাখিল করে যে এই আদালত ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ট্রাইব্যুনালের ১২০ দিনের বেশি বিলম্ব ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে। মেসার্সের ক্ষেত্রে উড়িষ্যা উচ্চ আদালতের দেওয়া রায়ের উপর বিজ্ঞ প্রিসাইডিং অফিসারের নির্ভর করা উচিত নয়। লোটাস কেমিক্যালস প্রা. লিমিটেড,,আপিল খারিজ করার জন্য ২০১৮ এস সি সি অনলাইন ওরি ১৬৭-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম জনপ্রিয় নির্মাণ কো-এর ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম আদালতের দেওয়া রায়ের উপরও আস্থা রাখা হয়েছে, (২০০১) ৮ এস সি সি ৪৭০-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে,যে পর্যন্ত না, বিশেষ সংবিধি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ এর বিধান বাদ দেয়, যেমন বর্জন অনুমান করা হয় না। এমন পরিস্থিতিতে, তিনি প্রার্থনা করেন যে ৩০ শে মার্চ, ২০২৩ তারিখের উপরোক্ত আদেশটি বাতিল করা যেতে পারে এবং বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালকে ইপিএফএ ০১/২০২৩ হচ্ছে আপিলটি শোনার জন্য নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

৮. বিপরীতে, উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী কুমারী ব্যানার্জি, দাখিল করেন যে এর পক্ষ থেকে কোন অনিয়ম নেই ট্রাইব্যুনালের প্রিজাইডিং অফিসারকে, সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ এর অধীনে আবেদন খারিজ করার ক্ষেত্রে । তিনি দাখিল করেছেন যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দেখেছে যে বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য কোন সঠিক ব্যাখ্যা নই । যে কোনো ক্ষেত্রে, ট্রাইব্যুনালও ন্যস্ত নয়

১২০ দিনের বেশি বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষমতা সহ, তাই বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া আদেশে কোনো অনিয়ম নেই। ভিতরে তার বিরোধের সমর্থনে, তিনি নিম্নলিখিত রায়ের উপর নির্ভর করে।

(i) মেসার্স নাগরমল মোদী সেবা সদন বনাম কর্মচারীদের তহবিল সংস্থা, রাঁচি এবং অন্য দুটি, (এলপিএ নং ৮৯৩ , ২০১৯ এর) ২০২১ এস সি সি অনলাইন ঝাড় ১৩০৮ এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

(ii) সেন্ট সৈনিক আধুনিক সিনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় বনাম আঞ্চলিক তহবিল কমিশনার, ২০১৪ (১৪২) এল এল আর এ রিপোর্ট করেছেন ৭৩০ (ডেল . এইচ .সি)।

(iii) মেসার্স লোটাস কেমিক্যালস প্রা. লিমিটেড বনাম সহকারী ভবিষ্য তহবিল কমিশনার, (কম্প্ল.), রাউরকেলায় রিপোর্ট করা হয়েছে (২০১৮(১৫৭) এল এল আর ৪৪০)।

৯. সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথা শুনেছেন এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছেন। স্বীকার্য, এই ক্ষেত্রে, আবেদনকারীরা ধারা ৭ এ এর অধীনে প্রদত্ত আদেশগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে এই মাননীয় আদালতের এখতিয়ারের সাথে সাথে উক্ত আইনের ধারা ৭ কিউ এবং ১৪ বি-এর অধীনে আবেদন করেছিলেন। একটি প্রতিযোগীতার আদেশ দ্বারা, এই আদালতের একটি সমন্বয় বেঞ্চ ছিল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, শর্তসাপেক্ষে রিট আবেদন নিষ্পত্তি করার জন্য পক্ষগুলিকে তাদের নিজ নিজ মামলা যথাযথ ফোরামের সামনে রাখার স্বাধীনতা প্রদান করে, যারা পক্ষদের শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার পরে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী আদেশ ১২ ই এপ্রিল, ২০২২ তারিখে, এই আদালতের কো-অর্ডিনেট বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত রেকর্ড যে আবেদনকারীরা ২৯শে মার্চ, ২০২২ তারিখের আদেশে উল্লিখিত শর্তাবলী মেনে চলেছিল।

১০. স্বীকার করছি, দলগুলো পূর্বোক্ত আদেশ গ্রহণ করেছে। ১৩ই এপ্রিল ২০২২-এ কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ট্রাইব্যুনাল কলকাতার কাছে একটি আপিলও দায়ের করা হয়েছিল, এই আদালতের একটি সমন্বয় বেঞ্চ দ্বারা ২৯ শে মার্চ ২০২২ তারিখের আদেশের রেকর্ডিং সম্মতির পরের দিন। আপিল নং ই পি এফ ০৬ -এর আপিল হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল ২০২২। আপিল কর্তৃপক্ষ, যাইহোক, ৮ ই সেপ্টেম্বর২০২২ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছিল যে আপিলটি আঞ্চলিক এখতিয়ারের অভাবের জন্য নিষ্পত্তি করা হয়েছে।. আপিলটি আসলে ২০শে সেপ্টেম্বর ২০২২-এ ফেরত দেওয়া হয়েছিল যখন প্রত্যয়িত অনুলিপিটি ১০ ই অক্টোবর ২০২২-এ প্রস্তুত করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।আপিলটি ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ -এ কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ট্রাইব্যুনাল, আসানসোলের কাছে পুনরায় ফাইল করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

১১. বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের রায়ের উপর নির্ভর করে মেসার্স লোটাস কেমিক্যালস প্রা. লিমিটেড (সুপ্রা), মেসার্স নাগরমল মোদি সেবা সদন (সুপ্রা) ক্ষেত্রে বিতরণ করা হয়েছে, এবং সেন্ট সৈন্য আধুনিক ঊর্ধ্বতন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সুপ্রা), ট্রাইব্যুনাল উল্লিখিত আইনের ধারা ৭-১ এর অধীনে একটি আপিল গ্রহণ করার সময় অনুসন্ধানটি ফিরিয়ে দিয়েছে, আইনের বাইরে ১২০ দিনের বিলম্ব ক্ষমা করার ক্ষমতা ন্যস্ত নয়, যেহেতু সীমাবদ্ধতা আইনের বিধান আপিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় উক্ত আইনের বিধানে দায়ের করা হয়েছে।

১২। যদিও, দলগুলো এ বিষয়ে ব্যাপক তর্ক-বিতর্ক করেছে একটি আপিল ১২০ দিনের পরে ট্রাইব্যুনাল দ্বারা গ্রহণ করা যেতে পারে কিনা এবং ১২০ দিনের বেশি আপিল পছন্দ করার জন্য ট্রাইব্যুনালের বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা অস্বীকার করা হয়েছে কিনা সেই প্রশ্নের উপর ফোকাস করার চেষ্টা করেছে, আমি মনে করি যে বর্তমান বিষয়টির উপরোক্ত প্রশ্নে এত গভীরভাবে বিবেচনার প্রয়োজন নেই।

১৩. এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে মূল আপীলটি এই আদালতের একটি সমন্বয় বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতির ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছিল,কার্যকরভাবে আবেদনকারীদের এই আদালত থেকে চ্যালেঞ্জ প্রত্যাহার করার অনুমতি দেয়, আপিলের সামনে এই ধরনের চ্যালেঞ্জ পুনরায় দাখিল করার স্বাধীনতা সহ যোগ্যতার ভিত্তিতে একই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপিল কর্তৃপক্ষের উপর আরও নির্দেশনা সহ কর্তৃপক্ষ। আপিল যদিও ১৩ ই এপ্রিল ২০২২ তারিখে তাৎক্ষণিকভাবে দায়ের করা হয়েছিল,অর্ডারের রেকর্ডিং সম্মতির পরের দিনএই আদালতের একটি সমন্বয় বেঞ্চ দ্বারা ৯ ই মার্চ ২০২২ তারিখে, একই যাইহোক, এখতিয়ারের অভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এর রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে কোনো আপত্তি ছাড়াই। ৯ ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে এখতিয়ার থাকা ট্রাইব্যুনালে আপিলটি পুনরায় দাখিল করা হয়। যেমনটি আগে লক্ষ্য করা গেছে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল উপরে উল্লিখিত রায়ের উপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ট্রাইব্যুনাল ১২০ দিনের বেশি আপিল দায়েরের বিলম্বকে ক্ষমা করতে অক্ষম।

১৪. যাইহোক, পূর্বোক্ত রায় কোন পরিস্থিতিতে মাননীয় উচ্চ আদালতের নেতৃত্বে আপিলটি যোগ্যতার ভিত্তিতে শুনানির নির্দেশ দেওয়া একটি সমস্যা ছিল। স্বীকার করেছেন,

মাননীয় উচ্চ আদালতের দেওয়া নির্দেশনা দলগুলো মেনে নিয়েছে। পূর্বোক্ত বিষয়ে বিবেচনা করে,যে প্রশ্নটি বিবেচনার প্রয়োজন তা হল কিনা ট্রাইব্যুনাল এ ধরনের নির্দেশ উপেক্ষা করতে সক্ষম ছিল, তা সত্ত্বেও বিশেষ পরিস্থিতিতে ট্রাইব্যুনাল অবগত নয় যা মাননীয় উচ্চ আদালত এ ধরনের আদেশ জারি করতে পারে। পূর্বোক্ত বিষয়ে বিবেচনা করে, সাংবিধানিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত শর্তসাপেক্ষ আদেশ প্রত্যাখ্যান করার জন্য এই আইনের বিধান বা এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে কিনা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন, এখতিয়ার থাকা, যে শর্তগুলি মেনে চলা হয়েছে৷

১৫। এই প্রসঙ্গে, বিধির বিধানও লক্ষ্য করা যেতে পারে উল্লিখিত বিধিগুলির ২১ টি সর্বদাই প্রমাণ করে যে ট্রাইব্যুনালকে এই ধরনের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যা ন্যায়বিচারের শেষ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে, এইভাবে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগে নমনীয়তা প্রদান। বিধি ২১ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা যদিও, সব পরিস্থিতিতে ট্রাইব্যুনালকে অনুমোদন করতে পারে না সংবিধির অধীনে নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়কাল বৃদ্ধি করা কিন্তু মাননীয় উচ্চ আদালত কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলীকে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করার সময় এটি ট্রাইব্যুনালকে সাহায্য ও সহায়তা করতে পারে।

১৬ . উপরোক্ত বিষয়গুলি থেকে স্বাধীনভাবে বিষয়টির আরেকটি দিক রয়েছে। আমি দেখতে পেলাম যে (২০০৮) ৭ এস সি সি ১৬৯ এ রিপোর্ট করা একত্রীকৃত প্রকৌশল বনাম সেচ বিভাগের ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট উক্ত সালিশির ধারা ৩৪(৩) এ নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার মেয়াদ সম্পর্কিত প্রশ্নটি বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল এবং সমঝোতা আইন, ১৯৯৬,সালিসী পুরস্কার বাতিল করার জন্য।

উল্লিখিত রায়ে বলা হয়েছে যে সীমাবদ্ধতা আইনের ১৪ ধারা বাদ পড়ে না। যাইহোক, সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ এর প্রযোজ্যতা বাদ দেওয়া হয়েছে। উপরোক্ত প্রাসঙ্গিক অংশ রায় এখানে নীচে নিষ্কাশন করা হয়:

"৫৩. এ সি আইনের ৩৪ ধারার উপ-ধারা (৩) যে তারিখে আবেদনকারী সালিসী পুরস্কার পেয়েছেন তার তিন মাস হিসাবে একটি পুরস্কার আলাদা করার জন্য একটি আবেদন জমা দেওয়ার সীমাবদ্ধতার সময়কাল নির্ধারণ করে।এর এর বিধান আদালতের উপর ন্যস্ত সীমাবদ্ধতার মেয়াদ আরও বাড়ানোর বিচক্ষণতা আদালত সন্তুষ্ট হলে ত্রিশ দিনের বেশি নয় আবেদনকারীর জন্য যথেষ্ট কারণ দ্বারা বাধা দেওয়া হয়েছে তিন মাসের মধ্যে আবেদন করবেন না। প্রভিসোতে "কিন্তু তারপরে নয়" শব্দগুলির ব্যবহার এটি স্পষ্ট করে যে দীর্ঘ সময় বর্ধনের জন্য যথেষ্ট কারণ তৈরি করা হলেও,এক্সটেনশন ত্রিশের বেশি হতে পারে না।এ সি এর ধারা ৩৪(৩) এর বিধানের উদ্দেশ্য আইনটি সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারার অনুরূপ,যা সীমাবদ্ধতার মেয়াদ বাড়ানোর সাথেও সম্পর্কিত কোনো আবেদন বা আপিলের জন্য নির্ধারিত। যদি আবেদনকারী আদালতকে সন্তুষ্ট করেন যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করার জন্য তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে তবে এটি সীমাবদ্ধতার নির্ধারিত সময়সীমা বাড়ানোর জন্য একটি আদালতে একটি বিচক্ষণতা ন্যস্ত করে। সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ বাড়ানোর সময়কালের ক্ষেত্রে কোন বাইরের সীমা রাখে না যেখানে সালিশ এবং সমঝোতা আইনের ধারা ৩৪-এর উপ-ধারা (৩) এর বিধানটি সীমাবদ্ধতার মেয়াদ বাড়ানোর সময়সীমার উপর একটি সীমা রাখে। এইভাবে এসি আইনের ধারা ৩৪(৩) এর বিধানটিও সীমাবদ্ধতার মেয়াদ বাড়ানো সম্পর্কিত একটি বিধান, কিন্তু মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ থেকে ভিন্ন,

এবং শুধুমাত্র সীমাবদ্ধতা আইন ধারা ৫ বাদ দেওয়ার প্রভাব রয়েছে ।

৫৪. অন্যদিকে, সীমাবদ্ধতা আইনের তৃতীয় অংশে থাকা ধারা ১৪টি সীমাবদ্ধতার মেয়াদ বাড়ানোর সাথে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু সীমাবদ্ধতার সময়কাল গণনা করার সময় নির্দিষ্ট সময়ের বর্জনের সাথে সম্পর্কিত। সালিশ এবং সমঝোতা আইনের ধারা ৩৪ -এর উপ-ধারা (৩) বা সালিশ এবং সমঝোতা আইনের অন্য কোনও বিধান এর প্রযোজ্যতা বাদ দেয় না সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৪ এর অধীনে আবেদনের জন্য এসি আইনের ধারা ৩৪(১)।

, অথবা ধারা ৩৪(৩) এর বিধানটি ধারা ১৪-এর প্রয়োগকে বাদ দেবে না, কারণ ধারা ১৪ সীমাবদ্ধতার মেয়াদ বাড়ানোর বিধান নয়, কিন্তু সীমাবদ্ধতার সময়কাল গণনা করার সময় নির্দিষ্ট সময় বাদ দেওয়ার জন্য। সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ২৯(২) এর বিষয়ে, সেই আইনের ১৪ ধারা সালিশ এবং সমঝোতা আইনের ৩৪(১) ধারার অধীনে একটি আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে৷ এমনকি ধারা ১৪ প্রয়োগ করার কারণ থাকলেও, সীমাবদ্ধতার সময়কাল তিন মাস এবং তার বেশি নয়, কিন্তু সালিশ এবং সমঝোতা আইনের ধারা ৩৪(১) এর অধীনে আবেদনের জন্য তিন মাসের সীমাবদ্ধতার সময়কাল গণনা করার ক্ষেত্রে, যে সময়ে আবেদনকারী ভুল আদালতের আগে এই ধরনের আবেদনের বিচার করছিল তা বাদ দেওয়া হয়, যদি ভুল আদালতে বিচারকার্য সৎভাবে চলমান থাকে, যথাযথ অধ্যবসায় সঙ্গে। ওয়েস্টার্ন বিল্ডার্স [স্টেট অফ গোয়া বনাম ওয়েস্টার্ন বিল্ডার্স, (২০০৬) ৬ এস সি সি ২৩৯], তাই সঠিক আইনি অবস্থান নির্ধারণ করে'' ।

১৭ . এই ক্ষেত্রে, এটা যাইহোক , প্রতীয়মান হয় যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ এর প্রযোজ্যতা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে নিজের কাছে একটি সম্পূর্ণ ভুল প্রশ্ন তুলেছিল। প্রশ্ন যে

বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের প্রযোজ্যতা বিবেচনা করা যেতে পারে সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৪ অনুসারে ।

১৮. যে কোনো ঘটনায় ,ট্রাইব্যুনাল মাননীয় আদালত কর্তৃক জারি করা নির্দেশ উপেক্ষা করতে পারে না বিশেষত যখন উভয় পক্ষই একই গ্রহণ করেছিল। মাননীয় উচ্চ আদালত যে ট্রাইব্যুনালকে বিষয়টিকে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছিল তার সম্মতি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত বিধিগুলির ২১ বিধি বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রয়োগ করা উচিত ছিল। নির্দেশটি ২৯ শে মার্চ ২০২২ তারিখের আদেশে রয়েছে যা পক্ষগুলি দ্বারা গৃহীত হয়েছিল, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা উপেক্ষা করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

১৯. যদিও, কুমারী ব্যানার্জি যুক্তি দিয়েছিলেন যে আপিল ট্রাইব্যুনালের সামনে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হতে পারে না কারন সময় বাধা রয়েছে ।আমি এটি খুঁজে পেয়েছিযে কুমারী ব্যানার্জির এই ধরনের বিতর্ক মেনে নেওয়া, পর্যায়ে একটি সমান্তরাল কার্যধারায় এখতিয়ার সম্পন্ন একটি উপযুক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে বাতিল করা সমতুল্য হবে, যা আইনে প্রযোজ্য নয়, বিশেষ করে যখন পূর্বোক্ত আদেশ গৃহীত হয়েছিল এবং পক্ষ দ্বারা কাজ করা হয়েছে। ২৯শে মার্চ, ২০২২ এবং ১২ই এপ্রিল ২০২২ তারিখের আদেশগুলি কোনও পর্যায়েই কোনও পক্ষই প্রশ্ন তোলেনি। আজও পূর্বোক্ত আদেশের প্রতি কোন চ্যালেঞ্জ নেই ।অনেক আগেই হৃদয়নাথ রায় ও ওরস বনাম রামচন্দ্র বারুয়া শর্মা মামলায় নিষ্পত্তি হয়েছে, এ আই আর ১৯২১ ক্যাল ৩৪-এ রিপোর্ট করেছেন , যে অনুমতি একবার মঞ্জুর করে পরবর্তী মামলায় পরবর্তী মামলায় চ্যালেঞ্জ করা যাবে না । তৎকালীন, মাননীয় প্রধান বিচারপতি,

অনুচ্ছেদ ৮-এ বিশেষ বেঞ্চের পক্ষে কথা বলছেন আসুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে, যে আদালত বাদীকে নতুন মামলা আনার স্বাধীনতা সহ প্রথম মামলা প্রত্যাহার করার অনুমতি দিয়েছে সেই আদালত কি এই প্রশ্নে প্রবেশ করার জন্য পরবর্তী মামলার চেষ্টা করতে সক্ষম, এমন আদেশ দেওয়ার এখতিয়ার ছিল? ছিল, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিম্নলিখিত হিসাবে পালন করতে সন্তুষ্ট: -

"...(৩) পরবর্তী মামলার বিচারকারী আদালত প্রশ্নে প্রবেশ করতে সক্ষম নয়, যে আদালত বাদীকে নতুন মামলা আনার স্বাধীনতা সহ প্রথম মামলা প্রত্যাহার করার অনুমতি দিয়েছিল সে সঠিকভাবে এই ধরনের আদেশ দিয়েছে কিনা ।

২০. উপরোক্ত এবং উত্তরদাতারা ২৯শে মার্চ, ২০২২ এবং ১২ই এপ্রিল ২০২২ তারিখের আদেশগুলিকে চ্যালেঞ্জ না করার বিষয়ে,এবং আবেদনকারীদের সৎ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিবেচনা করে এবং আবেদনকারীদের আচরণ বিবেচনা করে যা সৎ উদ্দেশ্য বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে, আমি মনে করি যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের মধ্যে থাকা এর সমন্বয় বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত নির্দেশাবলীর সম্মতি মাননীয় আদালত ২৯শে মার্চ, ২০২২ তারিখে, উপরোক্ত আপিলের উপর শুনানি করবে। ৩০ শে মার্চ ২০২২ তারিখের আদেশটি আপিল খারিজ করে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা গৃহীত হয় এবং সেই অনুযায়ী সংযুক্ত আবেদনগুলি, বাতিল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সামনে ২০২৩ সালের ই পি এ নং. ১ মুলতুবি থাকা আপিলটি যোগ্যতার ভিত্তিতে শুনানি হবে৷ ১৪

২১। . উপরের নির্দেশাবলী এবং পর্যবেক্ষণ সহ, রিট আবেদনটি অনুমোদিত হয়।

২২. খরচ হিসাবে কোন আদেশ হবে না।

২৩। সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা আদেশের সার্ভার কপির ভিত্তিতে কাজ করবে।

শাশ্বতা

সহকারী রেজিস্ট্রার (আদালত)

(বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।